Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 56
October–December, 2018

হুদহুদ-এর অপরাধ ও সুলাইমান আ. কর্তৃক ঘোষিত শাস্তি প্রচলিত ও ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা

Offence of Hoopoe and the Punishment Pronounced by Solomon A. : A Critical Analysis from the Perspective of Conventional and Islamic Law

Mostofa Kamal*

ABSTRACT

Prophet Sulayman ibn Dawud (PBUH) was endowed with wisdom, farsightedness and state power by Allah (SWT). Even he was bestowed by Him with the distinctive ability to speak to animals and jinn. Amidst the different narratives of the Qur'an the trial of hud-hud in absentia bears crucial significance. This article intends to critically analyze the significant aspects of that trial in the light of conventional and Islamic Law. Exploiting the descriptive and analytical method of research the author has drawn four important principles from the trial of hud-hud conducted by Prophet Sulayman (PBUH) namely, negligence to duty is punishable offence, conducting trial in absentia is lawful, permission to the defendant to plead self-defense and acquittal of the defendant for showing justifiable causes against complaint. The aforesaid principles are equally endorsed by conventional as well as Islamic Law.

Keywords: sulayman, trial in *absentia*, self-defense, judicial process.

সার-সংক্ষেপ

সুলাইমান আ. ছিলেন মহান আল্লাহর একজন প্রসিদ্ধ নবী। তিনি ছিলেন দাউদ আ.-এর পুত্র। মহান আল্লাহ তাকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াতের মর্যাদায় সমৃদ্ধ করেন। সাথে সাথে তাঁকে এমন রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান করেন, যার প্রভাব জ্বিন, পশুপাখি সবকিছুর ওপর ছিল। পবিত্র কুরআনে তাঁর জীবনের যেসব বিষয় উল্লেখ করা

* Dr. Mostofa Kamal is an Associate Professor of Islamic Studies, Jagannath University, Bangladesh, email: mkrakib1979@gmail.com

হয়েছে তার মধ্যে হুদহুদের অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে বিচারিক ফরমান জারি সংক্রান্ত বিষয়টি অন্যতম। এ ঘটনা থেকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে ওঠেছে, প্রচলিত ও ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সেগুলো পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। বর্ণনা ও পর্যালোচনামূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, হুদহুদের অনুপস্থিতিতে কৃত বিচার থেকে যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলো অর্থাৎ দায়িত্বে অবহেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অপরাধীর অনুপস্থিতিতে বিচার বৈধ, বিবাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া, অভিযোগের যথাযথ কারণ দর্শালে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া ইসলামী ও প্রচলিত আইনেও অনুমোদিত।

মূলশব্দ : সুলাইমান, হুদহুদ, আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার, আত্মপক্ষ সমর্থন, বিচারপ্রক্রিয়া।

ভূমিকা

ইতিহাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেছেন যে চারজন বাদশাহ; তন্মধ্যে দুইজন মুসলিম ও দুইজন কাফির। যে দুইজন মুসলিম বাদশাহ সমস্ত পৃথিবী শাসন করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন আল্লাহর নবী সুলাইমান আ.। তিনি ছিলেন দাউদ আ.-এর পুত্র। দাউদ আ.-এর ইন্তিকালের পর সুলাইমান আ. তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের ন্যূনাধিক দেড় হাজার বছর পূর্বে তিনি নবী হন। দাউদ আ.-এর ১৯ পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। আল্লাহ পাক তাকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াতের মর্যাদায় সমৃদ্ধ করেন। এছাড়াও তাঁকে এমন কিছু নি'আমত দান করেন, যা অন্য কোনো নবীকে দান করেননি। ইমাম বাগাভী বলেন, সুলাইমান আ.-এর মোট বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তের বছর বয়সে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং শাসনের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি ৪০ বছর কাল রাজত্ব করেন। তবে তিনি কত বছর বয়সে নবী হয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। শাম ও ইরাক অঞ্চলে পিতার রেখে যাওয়া রাজ্যের তিনি বাদশাহ ছিলেন। তাঁর রাজ্য তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল। তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো হুদহুদের অনুপস্থিতিতে তার বিচারিক ফরমান ঘোষণার বিষয়টি। আলোচ্য প্রবন্ধে হুদহুদ পাখির বিচারকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি মাসআলার অবতারণা হয়েছে যা আধুনিক প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যেমন, দায়িত্বে অবহেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, অপরাধীর অনুপস্থিতিতে বিচার বৈধ, বিবাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া ও বিবাদী আনীত অভিযোগের যথাযথ কারণ দর্শালে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ ।

সুলাইমান আ.

সুলাইমান আ. বনু ইসরাঈল এর একজন প্রসিদ্ধ নবী ও বাদশাহ ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা দাঊদ আ.-এর ইন্তিকালের পর বাদশাহ হন (IFB 1999, 24/2/598)। দাঊদ আ.-এর ৪২ বছর বয়সে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সুলাইমান আ. খ্রিস্টপূর্ব ৯৯২ মতান্তরে ৯৭০ সনে জেরুযালেমে জন্মগ্রহণ করেন। ভিন্নমতে, তিনি খ্রি. পূর্ব. ১০৩৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ বছর বয়সে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (Benton 1995, 21/193)।

ইব্ন জারীর রহ. সুলাইমান আ.-এর বংশপরিচয় বর্ণনা করেছেন এভাবে, সুলাইমান ইব্ন দাঊদ ইব্ন ঈশা (ঈশী বা যিশয়) ইব্ন 'আওবিদ ইব্ন আবির (আবিয) ইব্ন সালমূন (সালহূন) ইব্ন নাহশূন ইব্ন আবিনাযিব (আমিনাদিব) ইব্ন ইরাম (রাম) ইব্ন হাসরূন ইব্ন ফারিস ইব্ন ইয়াহূযা (ইয়াহূদা) ইব্ন ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (Al-Tabarī ND, 1/406)।

সুলাইমান আ. সর্বপ্রথম মিসরের রাজা ফির'আউনের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং উপঢৌকনস্বরূপ জিযার (*Gezer*) শহর লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি মুআবীয়, আম্মোনীয়, ইদোমীয়, সীদোনীয় ও হিত্তীয় সম্প্রদায়ের কন্যাগণকে বিবাহ করেন। তিনি সাবার রাণীকেও বিবাহ করেছিলেন বলে কথিত আছে। তার স্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে অনেকে অনেক রকম অতিরঞ্জিত মতামত ব্যক্ত করেছেন, যা বিশুদ্ধ নয় (Ibn al-Athīr ND, 1/182-183)।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, দাঊদ আ.-এর ইন্তিকালের পর ১৩ বছর বয়সে, মতান্তরে ২২ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪০ বছর যাবত রাজত্ব পরিচালনা করেন (Holy Bible, Itihas, 2/9:30)।

দাঊদ আ.-এর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র সুলাইমান আ. নবুওয়াত লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾

নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সেরূপ ওহী প্রেরণ করেছি যেরূপ নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরের প্রতি এবং 'ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি এবং দাঊদকে দিয়েছিলাম যাবূর (Al-Qurān, 4:163)।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾

অতঃপর আমি তা (অর্থাৎ সঠিক রায়টি) সুলাইমানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি তাদের সবাইকে দান করেছিলাম, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান (Al-Qurān, 21:79)।

৫৩ বছর মতান্তরে ৬২ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর পিতা দাঊদ আ.-এর শহরে তাঁকে দাফন করা হয়। সুলাইমান আ.-এর ইন্তিকালের পর রাহবি'আম নামক তাঁর এর পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন (Holy Bible, Rajabali, 1/11:446)।

হুদহুদ

হুদহুদ (هدهد) একটি প্রসিদ্ধ পাখির নাম। প্রখ্যাত ভাষাবিদ আল-আযহারী বলেন, এটি একবচন। বহুবচন হিসেবে হাদাহিদ (هداهد) ও হাদাহীদ (هداهيد) ব্যবহৃত হয়। কবুতর সদৃশ এক প্রকার পাখিকে হুদহুদ বলে, যা ইয়াহুদী ইসরাঈলের জাতীয় পাখি। শাব্দিক অর্থ নাড়া দেওয়া, দোল দেওয়া (Ibn Manjūr 1405H, 14/51)।

হুদহুদ একটি বিখ্যাত পাখি। এ পাখির শরীরে ডোরাকাটা থাকে। তার মাথায় তাজের মতো রয়েছে। এজন্য তাকে আরবীতে আবুল আখবার, আবূ ছুমামা, আবূ রবি, আবূ রুই, আবূ সাজ্জাদ বলা হয়। এগুলো তার উপাধি। হুদহুদকে বহুবচনের মতো হুদাহিদ (هداهد)ও বলা হয়। হুদহুদ জন্ম ও স্বভাবগতভাবে দুর্গন্ধময় হয়। নিজেরা দুর্গন্ধ পছন্দ করে। দুর্গন্ধ জায়গায় তারা বাসা বানায়। তাদের ব্যাপারে আরবীতে প্রবাদ আছে যে, তারা মাটির নিচে এমনভাবে পানি দেখে, যেমনিভাবে স্বচ্ছ গ্লাসে পানি দেখা যায়। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য পাখি থেকে তার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন সুলাইমান আ.। ইমাম কুরতুবী বলেন, সুলাইমান আ.-এর রাজত্বে আনুগত্য স্বীকারকারী পশু-পাখিদের থেকে শুধু হুদহুদ পাখিই পানির সন্ধান দিতে সক্ষম ছিল (Al-Qurtubī 1405H, 13/178)।

সুলাইমান আ.-এর দরবার থেকে হুদহুদের অনুপস্থিতি

সুলাইমান আ. মক্কা থেকে ইয়েমেনের দিকে বিশাল এক কাফেলা নিয়ে যাত্রা করলেন। ইয়েমেনের রাজধানী সানায়া নামক জায়গায় দ্বিপ্রহর হল। শস্যশ্যামল দেখে সুলাইমান আ. এখানে তাঁবু ফেললেন। তিনি তাঁর এ অবস্থানে নামায আদায়সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্তির প্রস্তাব দিলেন। সুলাইমান আ.-এর সহযাত্রী কাফেলার সদস্য হুদহুদ, নামক পাখি যার নাম ছিল ইয়াফূর সে চিন্তা করল, দীর্ঘসময়ের এই অবকাশ কালে আমি ভাল করে চারদিকটা একটু দেখে নিতে পারব। সে এ চিন্তা করে উড়ে সারা পৃথিবীর সব কিছু অবলোকন করল। দুনিয়ার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে নিল। এই অবস্থায় সে বিলকীস রাণীর সিংহাসন ও এলাকা দেখতে পেল।

সেখানে গিয়ে আরেক হুদহুদ পাখির সাথে তার সাক্ষাত হল। দুজন দুজনের অবস্থান ইত্যাদি একে অন্যকে সবিস্তারে বলল। সুলাইমান আ.-এর হুদহুদ যাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করল। বলল যে, সুলাইমান আ. পানির জন্য আমাকে খোঁজাখুঁজি করেন, না পেলে আমার জন্য কঠিন বিপদ হবে। অপর হুদহুদ বলল, চিন্তা করো না, তোমাকে আমি এমন জায়গার সন্ধান দিব, যা শুনে সুলাইমান আ. খুশি হবেন। ইয়াফূর বলল, সুলাইমান জিন, মানুষ, শয়তান, পাখি, জীব-জন্তু ও বাতাসের বাদশাহ, আমি তাঁর বিশ্বস্ত সহচর। সুতরাং তাঁর কাছে আমাকে দ্রুত যেতে হবে। ইয়ামানী হুদহুদ বলল, এখানে বিলকিস নামীয় এক রানী আছে, আমি তোমাকে বিলকীসের সব প্রাসাদ ও স্থাপনা দেখাব। তুমি তোমার বাদশাহকে বিলকিসের সংবাদ দিতে পারলে তবে তিনি অবশ্যই তোমার উপর খুব খুশি হবেন। এদিকে তাবু ফেলার পর সুলাইমান আ. হুদহুদকে তলব করলেন। হুদহুদ পাখিকে খোঁজার পরও পেলেন না। শেষে শামুককে দায়িত্ব দেয়া হল, তাকে খুঁজে বের করার জন্য। সে ব্যর্থ হলো। এরপর ঈগলকে দায়িত্ব দেয়া হল তাকে খুজে বের করার জন্য, সে পৃথিবীকে পেয়ালার ন্যায় দেখল। অতঃপর সে দেখতে পেল, হুদহুদ ইয়েমেন থেকে দ্রুত এদিকে আসছে। ঈগল হুদহুদকে বাদশাহর রাগান্বিত হওয়ার কথা জানালো। হুদহুদ বলল, আল্লাহর কসম আমাকে যেতে দাও; যাতে আমি দ্রুত বাদশাহর কাছে পৌঁছাতে পারি। এ বলে দ্রুত বাদশাহর দরবারে পৌঁছে পাখা বিছিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল। অন্যদিকে সুলাইমান আ. প্রাতঃকালীন দরবারে হুদহুদকে অনুপস্থিত দেখে বললেন,

﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾

ব্যাপার কি, হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? (Al-Qurān, 27:20)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রা.সহ কতিপয় প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক বলেন, হুদহুদ পাখিটি এতটাই পারদর্শী ছিল যে, সুলাইমান আ. যখন তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন এবং তখন যদি সেখানে পানির প্রয়োজন হত তাহলে হুদহুদ পাখি জানিয়ে দিত যে, কোথায় পানি পাওয়া যাবে। বিভিন্ন অনুসন্ধানী দল যেমন নানা বিষয়ের অন্বেষণে পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করে, হুদহুদ পাখিও অনুরূপভাবে বলে দিতে পারত যে, কোথায়, মাটির কত নিম্নস্তরে পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ পাখি ঐ পানি প্রাপ্তির জায়গা খুঁজে পেয়ে সুলাইমানকে আ. দেখিয়ে দিলে তিনি জিনদেরকে হুকুম করতেন, তারা যেন ঐ স্থানের মাটি খুঁড়ে পানির স্তরে পৌঁছে তা সংগ্রহ করে। এভাবে একদিন তিনি পানির খোঁজ নেয়ার জন্য হুদহুদ পাখির সন্ধান নেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় হুদহুদ উপস্থিত ছিল না। তাকে দেখতে না পেয়ে সুলাইমান আ. বলেন, আমি আজ হুদহুদকে দেখতে পাচ্ছি না। সে

কি পাখিদের মধ্যে কোন জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে বলেই আমার চোখে পড়ছেনা, নাকি আসলেই সে অনুপস্থিত রয়েছে? (Al-Qurtubī 1405H, 13/177-178)

হুদহুদের অনুপস্থিতিতে সুলাইমান আ.-এর প্রতিক্রিয়া

হুদহুদকে উপস্থিত না দেখে সুলাইমান আ. তার অনুপস্থিতিতেই ফয়সালা দিলেন যে, সে যদি উপযুক্ত কোনো কারণ দর্শাতে না পারে তাহলে আমি তাকে হত্যা করবো অথবা কঠিন শাস্তি দিবো। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾

সে (তার এ অনুপস্থিতির) উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবেহ্ করব (Al-Qurān, 27:21)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেন, সুলাইমান আ. যে শাস্তির কথা বুঝাতে চেয়েছিলেন তা হল হুদহুদ পাখির পালক উপড়ে ফেলবেন (Al-Tabarī 2001, 19/443)।

আব্দুলাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ রহ. বলেন, তার পালক উপড়ে ফেলে সূর্যের তাপে দাঁড় করিয়ে রাখার মাধ্যমে। অর্থাৎ হুদহুদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল তার পালক তুলে ফেলা এবং সূর্যের তাপে ফেলে রাখা, যাতে পিপীলিকারা তাকে খেয়ে ফেলে (Ibid)।

সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াইনাহ রহ. এবং আব্দুলাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ রহ. বলেন, কিছুক্ষণ পর হুদহুদ এসে গেল। জীব-জন্তুগুলো তাকে বলল, আজ তোমার রক্ষা নেই। বাদশাহ সুলাইমান আ. তোমাকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হুদহুদ তখন তাদেরকে বলল, বাদশাহ কি ফায়সালা করেছেন বল দেখি? তারা তা বর্ণনা করল। তখন সে খুশী হয়ে বলল, তাহলে আমি রক্ষা পেয়ে যাব (Ibn Kathīr 1401H, 6/186)।

হুদহুদের বিরুদ্ধে ঘোষিত শাস্তি পর্যালোচনা

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয় অবগত হতে পারি। যেমন ১. দায়িত্বে অবহেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, ২. অপরাধীর অনুপস্থিতিতে বিচার বৈধ, ৩. বিবাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া এবং ৪. বিবাদী তার ওপর আনীত অভিযোগের যথাযথ কারণ দর্শালে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া। নিম্নে ইসলামী ও প্রচলিত আইনের আলোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

দায়িত্বে অবহেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ

মানবজীবনে প্রত্যেকের কিছু না কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। কর্তব্যের পরিধি পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিকও হতে পারে। প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে সমাজ তথা মানবসভ্যতা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল

হয় না। একজন মানুষের সার্বিক জীবনবোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা। কেউ তার দায়িত্বে-কর্তব্যে অবহেলা করা সামাজিকভাবে যেমন ঘৃণিত তেমনি ইসলামেও এটা অপছন্দনীয়। ইসলামে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়োকনিষ্ঠ সবার প্রতি পারস্পরিক দায়িত্ববোধকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সব সময় পিতামাতার আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং তাদের সঙ্গে সৌজন্যময় আচরণ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। পিতামাতা, সন্তান-পরিজনের প্রতি বিশেষ কিছু কর্তব্য রয়েছে।

ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্বে অবহেলা করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। যা নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। কেননা, এতে উপার্জন বৈধ হয় না; অথচ উপার্জন হালাল হওয়া ফরজ এবং হারাম উপার্জনের পরিণতি জাহান্নাম। কর্তব্যে অবহেলা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন, বিনা ওজরে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করা, কাজে দীর্ঘসূত্রিতা বা অযথা সময়ক্ষেপণ, নির্ধারিত সময়ে কর্মে অনুপস্থিতি বা বিলম্ব, সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদানে গাফিলতি, হকদারদের হক আদায় না করা কিংবা হয়রানি করা প্রভৃতি। কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রত্যেককে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ : وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন নেতা দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন নারী তার স্বামীর ঘরের সকল কিছুর দায়িত্বশীল এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদিম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রাবী বলেন, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ স. এমন কথাও বলেছেন যে, পুরুষ তার পিতার সম্পদের দায়িত্বশীল এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; প্রত্যেককেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (Al-Bukhārī 2002, 217, 893)।

দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। কর্তব্যে অবহেলা, অমনোযোগিতা প্রভৃতি নানা ধরনের বিপদ, ব্যর্থতা ও বিপর্যয় ডেকে আনে। কর্তব্যপরায়ণতা একটি আমানত। এই আমানতে খেয়ানত করলে স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

দায়িত্বে অবহেলার কারণে অবহেলাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি সরকারের সাথে সৈনিকদের খাদ্য সরবরাহের চুক্তি করে। সৈনিকরা আছে যুদ্ধক্ষেত্রে। তাদের খাদ্যের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় যদি চুক্তিকারী খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, অথচ চুক্তি অনুযায়ী খাদ্য পাঠাতে কোনো সমস্যা নেই। এ অপরাধে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। অনুরূপ কোনো ধাত্রী যদি কোনো শিশুকে দুধ পান করবার চুক্তি করে, এরপর চুক্তি ভঙ্গ করে দুধ পান করানো বন্ধ করে দেয় এবং ক্ষুধার তাড়নায় শিশুটি মারা যায়, তাহলে একদল ফকীহের মতে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড ('Awdah ND, 1/124)।

বাংলাদেশের ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী দায়িত্বে অবহেলার কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সর্বোচ্চ সাজা দশবছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি দুই লক্ষ টাকা জরিমানা; অনাদায়ে দুই বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের কথা উল্লেখ রয়েছে।[১]

অপরাধীর অনুপস্থিতিতে বিচার

হুদহুদের ব্যাপারে সুলাইমান আ. তার অনুপস্থিতিতে যে রায় ঘোষণা করেছেন, ইসলামী আইনেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, অপরাধীর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য করার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান।

---

১. কেসস্টাডি : ২০১৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর শাহজাহানপুর রেল কলোনিতে খোলা থাকা কয়েকশ ফুট গভীর এক নলকূপের পাইপে পড়ে যায় চার বছরের শিশু জিহাদ। প্রায় ২৩ ঘণ্টা রুদ্ধশ্বাস অভিযানে অনেক নিচে ক্যামেরা নামিয়েও ফায়ার সার্ভিস কোনো মানুষের ছবি না পাওয়ায় পাইপে জিহাদের অস্তিত্ব থাকা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। ওই সন্দেহ রেখেই উদ্ধার অভিযান স্থগিতের ঘোষণা দেয় ফায়ার সার্ভিস। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকজন তরুণের তৎপরতায় তৈরি করা যন্ত্রে পাইপের নিচ থেকে উঠে আসে অচেতন জিহাদ। হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, শিশুটি বেঁচে নেই। জিহাদের মৃত্যুর ওই ঘটনা সে সময় সারা দেশে আলোড়ন তোলে। এর জন্য দায়ীদের শাস্তিরও দাবি ওঠে। এরপর জিহাদের বাবা অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যুর অভিযোগ এনে শাহজাহানপুর থানায় মামলা করেন। অভিযোগপত্রে বলা হয়, রেল কলোনির একটি পানির পাম্পে লোহার পাইপ দিয়ে কূপ খনন করা হয়। কূপে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা না করে মুখ খোলা অবস্থায় দীর্ঘদিন পরিত্যক্তভাবে ফেলে রাখা হয়। ফলে বাদীর ছেলে জিহাদ কূপের পাশে খেলার সময় পড়ে মারা যায়। এরপর ২০১৬ সালের ৪ অক্টোবর আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু করেন ঢাকার ৫ নম্বর বিশেষ জজ মো. আখতারুজ্জামান। শিশু জিহাদের মৃত্যুর ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত চার আসামীর কেউ সরাসরি জড়িত নয়। কিন্তু এত গভীর একটি গর্ত খোলা অবস্থায় রেখে কর্তব্যকাজে অবহেলা করেছেন আসামীরা। কর্তব্যে অবহেলার কারণেই আদালত তাদেরকে উক্ত ধারার ওপর ভিত্তি করেই শাস্তি দিয়েছেন। ।

ক. একদলের মতে অপরাধীর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করা বৈধ নয়। এ মতের স্বপক্ষে যেসব ইমাম রয়েছেন তারা হলেন, উমর ইবন আব্দুল আযীয, ইবন আবী লাইলা, সুফিয়ান আস-ছাওরী, শা'বী, ইবন শুবরামা, ইমাম আবু হানীফা ও সাথীবর্গ, আহলে বাইতের ইমাম যায়নুল আবিদীন রহ. প্রমূখ। তাছাড়া এটি ইমাম আহমাদের দুটি মতের একটি (Al-Sharbīnī 2000, 14/94; Abū Guddah 1425H, 19)|

তারা তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন দলীল প্রমাণ পেশ করেন। নিম্নে কয়েকটি দলীল উল্লেখ করা হলো:

১. মহান আল্লাহর বাণী:

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা মনোনীত করেছি অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়ভাবে ফয়সালা কর। (Al-Qurān, 38:26)

এ আয়াতে বিচারকদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা মূলত বাদী-বিবাদী উভয়ের উপস্থিতিতে এবং তার বক্তব্য শ্রবণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয় (Al-Kāsānī 1982, 6/223)।

২. উম্মু সালামাহ রা বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ একদা তাঁর কামরার দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনে বের হলেন এবং বললেন:

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار.

আমি তো একজন মানুষ। হতে পারে, তোমরা একটি মামলা আমার কাছে আনলে এবং দেখা গেল তোমাদের একপক্ষ অন্য পক্ষের তুলনায় বাকপটু এবং তাদের যুক্তি আলোচনা শুনে আমি তার পক্ষে রায় দিতে পারি। কিন্তু জেনে রাখ, তোমার ভাইয়ের অধিকারভুক্ত কোন জিনিস যদি তুমি এভাবে আমার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাভ কর তাহলে তুমি দোযখের একটি টুকরা লাভ করলে। (Al-Bukhārī 2002, 1725, 6967)

মহানবী স.-এর বাণী, وأقضي له على نحو ما أسمع ' যুক্তি আলোচনা শুনে আমি তার পক্ষে রায় দিতে পারি' থেকে প্রমাণিত হয়, বিচারককে সুন্নাহ অনুযায়ী উভয় পক্ষের বক্তব্য, প্রমাণ, স্বীকারোক্তি, অস্বীকৃতি ইত্যাদি শ্রবণ করেই ফয়সালা করতে হবে। যদি কারও অনুপস্থিতিতে ফয়সালা করা হয় তবে এ নিয়মের ব্যত্যয় হবে, কেননা এমতাবস্থায় সে একপক্ষের কথা শুনল না। (Al-'Ainī ND, 24/256-257) এ কারণে ইবন রুশদ বলেন, এ হাদীসটি অনুপস্থিতিতে বিচার নিষিদ্ধ হওয়ার মূল স্তম্ভ। (Ibn Rushd 1995, 4/451)

খ. অপর এক দল ইমামের মতে, অপরাধীর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করা বৈধ। এ মতের স্বপক্ষে যে সকল ইমাম রয়েছেন তারা হলেন : ইমাম শাফিয়ী, আওযায়ী, ইবন সীরীন, লাইছ ইবন সাদ, আবূ উবায়দ, ইবন ইসহাক, ইবন মানযুর ও ইবন হাযম রহ. প্রমূখ। তাছাড়া এটি ইমাম আহমাদের দুটি মতের একটি (Al-Sharbīnī 2000, 14/94; Abū Guddah 1425H, 30)। তাঁরা নিজেদের স্বপক্ষে প্রায়োগিক বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেন যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, কারো অনুপস্থিতিতে বিচার করা বৈধ। যেমন-

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা রাসূল স.-এর কাছে এসে অভিযোগ করলো যে, তাঁর স্বামী তাঁকে ভরণ-পোষণ বাবদ যে খরচ দেন তা দ্বারা সঠিকভাবে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব নয়। তখন তিনি বললেন; হে আল্লাহর রাসূল স.! আমি কি তার মাল থেকে ভোগ করতে পারবো? তখন নবী স. আবু সুফিয়ানের অনুপস্থিতিতে তাকে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পরিমাণ আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে ভোগ করার অনুমতি দেন (Al-Bukhārī 2002, 527, 2211)।[২]

এছাড়া সাহাবীগণের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে বিবাদীর অনুপস্থিতিতে বিচার করেছেন মর্মে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত উমর, উসমান, আলী, আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর, উমর ইবন আব্দুল আযীয প্রমুখ পৃথক পৃথক মামলায় নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর ৪ বছর ৪ মাস ১০ দিন অবকাশ নেয়ার ফয়সালা দেন। (Ibn Hazm ND, 9/452; Ibn Qudāmah 1992, 11/250)

উপরোক্ত দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয় মতটি অধিকতর অগ্রগণ্য। কেননা, ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মহানবী স. থেকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মামলায় বিবাদীর অনুপস্থিতিতে ফয়সালা প্রদান করা হয়েছে। যা ঐ যুগের আলিমগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। তবে কারো অনুপস্থিতিতে তার বিচার করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্চনীয়:

অনুপস্থিত ব্যক্তি বলতে কাকে বোঝানো হবে

অনুপস্থিত ব্যক্তি বলতে কাকে বোঝানো হবে অথবা কোন্ কোন্ অবস্থায় ব্যক্তিকে অনুপস্থিত বলে সাব্যস্ত করা হবে; তা নিয়ে কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

---

২. মূল ইবারত :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلاّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلمِهِ، فَهَل عَلَيّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم»:خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ.

মালিকীগণের নিকট অনুপস্থিতির নিম্নোক্ত তিনটি ধরণ রয়েছে:

ক. নিকটতম অনুপস্থিতি: যদি বিবাদী কাজীর নিকট থেকে ১, ২ বা ৩ দিনের রাস্তা পরিমাণ দূরত্বে (৪০ কি.মি থেকে ১২০ কি.মি) অবস্থান করে, তবে বিচারক তার কাছে এক বা দুইবার নোটিশ প্রদান করবে। অতঃপর যদি সে নিজে উপস্থিত না হয় অথবা উকিল নিয়োগ না করে তবে তার অনুপস্থিতিতে ফয়সালা দিতে পারবে। তবে এ বিধান কেবল দেওয়ানী, ঋণ, পারিবারিক ইত্যাদি মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য;

খ. মাঝারি ধরনের অনুপস্থিতি: যদি কাজীর নিকট থেকে মধ্যবর্তী দূরে তথা ১০ দিনের রাস্তা পরিমাণ (৪০০ কি.মি দূরে) থাকে তবে কোন প্রকার নোটিশ ছাড়াই দেওয়ানী ও পারিবারিক আদালতের মামলায় তার অনুপস্থিতিতে ফয়সালা দেয়া যাবে;

গ. দূরবর্তী অনুপস্থিতি: এর পরিমাণ প্রসঙ্গে তারা উদাহরণ দিয়ে উল্লেখ করেছেন যেমন বিচারক মক্কা/মদীনায় রয়েছেন আর অনুপস্থিত ব্যক্তি রয়েছেন স্পেন বা খোরাসানে। এ অবস্থায় সকল বিষয়ে তার অনুপস্থিতিতে বিচার কার্য করা বৈধ হবে (Ibn Farhūn 2003, 1/87; Abū Guddah 1425H, 47-48)।

শাফিয়ী মাযহাবেও অনুপস্থিতির তিনটি ধরন উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মতে-

ক. যার অবস্থান বিচারকের মজলিস থেকে এমন দূরে যে, সে বিচারের মজলিসে উপস্থিত হলে নিজ অবস্থানে ফিরে যেতে রাত হয়ে যায়;

খ. যে ব্যক্তি বিচারকের রাজ্যের বাইরে অবস্থান করছে;

গ. যে ব্যক্তি বিচারক থেকে কসরের পরিমাণ দূরত্বে (৮০ কিমি) অবস্থানে রয়েছে। (Al-Asūitī 1955, 2/360; Abū Guddah 1425H, 48-49)

ইমামগণের এ মতপার্থক্যের ভিত্তিতে বলা যায়, অনুপস্থিত ব্যক্তির পরিচিতি এককভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; বরং স্থান, কাল, পারিপার্শ্বিকতা ও সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সমসাময়িক অভিজ্ঞজন এটা নির্ধারণ করবেন।

যেসব মামলায় অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার বৈধ

কোন্ কোন্ মামলায় অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে বিচার বৈধ তা নিয়ে ইমামগণ মতভেদ করেছেন। বিশেষত হুদুদের ক্ষেত্রে এর বৈধতা প্রশ্নে। এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো:

জমহুর ফকীহ তথা মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে, অর্থনৈতিক, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, প্রাণিসম্পদ, ঋণ ইত্যাদি; পারিবারিক আইন যেমন বংশ নির্ধারণ, দুধপান, তালাক ইত্যাদি; শারীরিক যেমন কিসাস, যিনার অপবাদের হদ্দ, তাযীর ইত্যাদি

ক্ষেত্রে বান্দার হক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মামলায় অনুপস্থিতিতে ফয়সালা বৈধ। তবে আল্লাহর হক সংক্রান্ত মামলায় অনুপস্থিতিতে বিচার বৈধ নয়। যেমন যিনা, মদপান, আল্লাহর বিধান অমান্যকরণ ইত্যাদি। (Al-Dasūqī ND, 4/162; Ibn Qudāmah 1992, 14/94; Ibn Muflih 1980, 10/90)

অন্যদিকে শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহগণ এ ব্যাপারে তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন:

প্রথমত- উপস্থিত ব্যক্তির মতই অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য সবধরনের অধিকার সংক্রান্ত মামলার বিচার বৈধ। এক্ষেত্রে আল্লাহর হক ও বান্দার হকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (Al-Mahallī ND, 4/312) ইমাম ইবন হাযমও এ মত ব্যক্ত করেছেন (Ibn Hazm ND, 9/447)।

দ্বিতীয়ত- শাস্তি ব্যতীত সব ধরনের হক তা আল্লাহর হক হোক বা বান্দার হক এর ক্ষেত্রে অনুপস্থিতিতে বিচার করা বৈধ। (Al-Mahallī ND, 4/312)

তৃতীয়ত- এ মতটি জমহুরের অভিমতের মতই। অর্থাৎ মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিতিতে বিচার বৈধ হবে; কিন্তু আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে তা বৈধ হবে না। এ মতটি শাফিয়ী মাযহাবের অধিকতর স্পষ্ট মত। (Al-Ansārī ND, 4/316) যেমন ইমাম নবভী বলেন:

وقال الشافعي والجمهور: يقضى عليه – الغائب – في حقوق الآدمين، ولا يقضى في حدود الله تعالى.

ইমাম শাফিয়ী ও জমহুর বলেন, মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিতিতে বিচার করা যাবে; কিন্তু আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দ এর ক্ষেত্রে করা যাবে না (Al-Nawawī ND, 12/8)।

প্রচলিত আইনেও অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে তার বিচারকার্য করার বিধান রয়েছে। যেমন একটি বিধান হলো : কোন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নে নহে এমন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধটির তদন্ত, ইনকোয়ারি বা বিচারের যে কোন পর্যায়ে অপরাধটির সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বা সেই সর্ম্পকে গোপন তথ্যের অধিকারী বলে অনুমিত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য আদালত তাকে এই শর্তে ক্ষমা করার প্রস্তাব দিতে পারেন যে, তার জানামতে অপরাধটি সম্পর্কিত সমস্ত পরিস্থিতি এবং উহা সংঘটনের ব্যাপারে মূল অপরাধী ও সহায়তাকারী হিসাবে জড়িত প্রত্যেকটি লোক সর্ম্পকে পূর্ণাঙ্গ ও সত্য ঘটনা প্রকাশ করবে। এইরূপ শর্ত সাপেক্ষে মুক্তির আশায় যে আসামী সাক্ষী দিতে রাজি হয় তাকে রাজসাক্ষী বলা হয় (Penal Code, 216/A, Article 369,401,435, PRB 459)।

এ আইনের ৮৭, ৮৮ ধারার বিধান পালন করার পরও যদি আদালত এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, আসামীকে যাতে গ্রেফতার ও বিচারের সোর্পদ করা না হয়

সেই জন্য সে পলায়ন করেছে বা আত্মগোপন করেছে এবং তাকে গ্রেফতার করার কোন আশু সম্ভাবনা নাই। সে ক্ষেত্রে উক্ত আদালত কমপক্ষে দুইটি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত আদেশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি হাজির হতে ব্যর্থ হয় তাহলে আদালত তার অনুপস্থিতে বিচার কার্য সম্পন্ন করবেন (Penal Code, 216/A, Article 339, PRB 459)।[৩]

বিবাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া

বিবাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেয়া মানবাধিকারের অন্যতম একটি দিক। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও বটে। কেননা, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পর রাসূলুল্লাহ স. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, একবার দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে মামলা করলো। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন। দ্বিতীয়জন বলল, হ্যাঁ আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন এবং আগে আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূল স. বললেন, আচ্ছা বলো। সে বলতে লাগলো, আমার ছেলে তার চাকরী করতো... (Al-Bukhārī 2002, 1688, 6827)।[৪]

ইমাম আল-কুরতুবী রহ. এ হাদীসের আলোকে বলেন, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার তারও আছে। কেননা, বিবাদীর পিতা তার বক্তব্য পেশ করতে চাইলে মহানবী স. তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। (Al-Jassās 1405H, 4/135)

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ স. তার বিচার কার্যক্রমে বাদী-বিবাদী উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করতেন। তিনি আলী রা. কে বিচারক নিয়োগ করার সময় তার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন;

إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر.

তোমার নিকট যখন দুই ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করবে তখন অপরজনের কথা না শোনা পর্যন্ত প্রথমজনের কথার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দিবে না (Al-Tirmidī 1417H, 314, 1331)।

৩. কেস স্টাডি: ফেনীতে মির হোসেন মিরু (৪৫) নামে হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর আসামীকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ওসি জানান, ১৯৯০ সালে সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকায় আদালত মিরুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেছিলো। ঘটনার পর থেকে সে পলাতক থাকায় তার অনুপস্থিতে হত্যার বিচার প্রক্রিয়া শেষে করে আদালত তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছিল। -দৈনিক মানবজমিন, ২৮ জুলাই ২০১৮, শনিবার।

৪. أبو هريرة وزيد بن خالد قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا ...

এ ছাড়া প্রচলিত আইনেও আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়ার বিধান রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ নাগরিকের যেসব মৌলিক অধিকার রয়েছে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান তার একটি। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অনুচ্ছেদ ৩৩ এর ১ অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ স্বীকৃত।

বিবাদীর ওপর আনীত অভিযোগের যথাযথ কারণ দর্শালে তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া

বাদী কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে বিবাদী যথাযথ কারণ দর্শালে তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া ইসলামী আইনের একটি অন্যতম বিষয়। মহানবী স. স্বীয় বিচারকার্যেও বিবাদীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন :

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.

সাক্ষী পেশ করার দায়িত্ব হলো বাদীর, আর কসমের দায়িত্ব হলো বিবাদীর (Al-Tirmidī 1417H, 316, 1340)।

অন্য এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে,

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر.

মানুষ দাবী করলেই যদি সব কিছু দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তারা কোনো কওমের রক্ত ও সম্পদ দাবি করে বসবে। কিন্তু যে বাদী তাকে দলীল-প্রমাণ পেশ করতে হবে এবং যে তা অস্বীকার করবে তাকে শপথ করতে হবে। (Al-Baihaqī 1994, 10/252, 20990)

এক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট। প্রচলিত আইনে আসামীর মুক্তি, অব্যাহতি ও খালাস তিনটি বিষয়ই এর সাথে সম্পৃক্ত। নিম্নে বিষয়গুলোর ব্যাপারে আইনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো:

ফৌজদারি আসামীর মুক্তি

কার্যবিধির ১১৯ ও ২৪৯ এ দু'টি ধারায় আসামীর মুক্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। ১১৯ ধারা মতে, কার্যবিধি ১০৭ ধারার অভিযোগে ১১৭ ধারা অনুসারে ইনকোয়ারীর পর যদি প্রমাণ হয় যে, যার সম্পর্কে ইনকোয়ারী করা হল তাকে শান্তি রক্ষার বন্ড সম্পাদনের আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাহলে উক্ত ব্যক্তি যদি হেফাজতে থাকে তবে সে মুক্তি পাবে আর যদি হেফাজতে না থাকে তবে সে অব্যাহতি পাবে।

২৪৯ ধারা: নালিশ ব্যতীত অন্য কোন ভাবে রুজু হওয়া মামলায় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট চীপ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর অনুমতি নিয়ে, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নিজে কারণ লিপিবদ্ধ করে (সাধারণ যৌক্তিক সময়ে

সাক্ষী হাজির না হলে) মামলার কার্যক্রম বন্ধ করতে পারেন, মামলার কার্যক্রম বন্ধ হলে আসামী মুক্তি পাবে।

আসামীর অব্যাহতি

ফৌজদারি কার্যবিধির ১১৯, ২০২-২(খ), ২৪১(এ), ২৬৫(সি) ও ৪৯৪(এ) ধারায় আসামীর অব্যাহতির বিধান রয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ:

১১৯ ধারা- কার্যবিধি ১০৭ ধারার নালিশ ইনকোয়ারীর পর যথার্থ বলে প্রতীয়মান না হলে যার বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়েছে সে অব্যাহতি পাবে।

২০২-২(খ) ধারা- পুলিশ কোন মামলায় চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করলে এবং ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত রিপোর্ট গ্রহণ করলে আসামী অব্যাহতি পারে।

২৪১(এ) ধারা- কোন মামলায় আসামী হাজির হয়ে নিজেকে নির্দোষ দাবি করলে ম্যাজিস্ট্রেট চার্জ গঠনের পূর্বে ফরিয়াদী বা রাষ্ট্রপক্ষ এবং আসামী পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ পূর্বক যদি মনে করেন যে, অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং চার্জ গঠনের মত উপাদান নেই তবে তিনি কারণ লিপিবদ্ধ করে আসামীকে মামলা হতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

২৬৫(সি) ধারা- দায়রা আদালতে অভিযোগ উত্থাপনের পর মামলার নথি ও কাগজাদি বিবেচনাক্রমে এবং পক্ষদের বক্তব্য শ্রবণের পর আদালত যদি মনে করেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে মামলা চালানোর মত পর্যাপ্ত কারণ নেই তবে আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করে আসামীকে মামলা হতে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

৪৮৪ ধারা- আইন অনুসারে করতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও কোন কাজ করতে অস্বীকার করলে, আদালতের প্রতি অবমাননা দেখালে আদালত কার্যবিধি ৪৮০ ও ৪৮২ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিলে এবং উক্ত ব্যক্তি আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালত তাকে ক্ষমা করতে পারেন, এরূপ ক্ষমা করা হলে আদালত আসামীকে অব্যাহতি দিবেন।

৪৯৪(এ) ধারা- পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আদালতের অনুমতি নিয়ে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করতে পারবেন এবং এরূপ প্রত্যাহার যদি চার্জ গঠনের পূর্বে করা হয় তবে আসামী অব্যাহতি পাবে।

আসামীর খালাস

আসামীর খালাসের বিধান বর্ণিত হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৪৫(১), ২৪৭, ২৪৮, ২৬৫ এইচ, ২৬৫ কে, ২৪৫(৬) ও ৪৯৪ বি ধারায়। সেমতে-

২৪৫(১) ধারা- কোন মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের পর আদালত যদি আসামীকে নির্দোষ বলে সাব্যস্ত করেন তবে আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করে আসামিকে খালাস দিবেন।

২৪৭ ধারা- ফরিয়াদীর নালিশক্রমে সমন জারির পর পরবর্তী শুনানীর তারিখে ফরিয়াদী হাজির না হলে (যৌক্তিক সময় পর্যন্ত দেখা উচিত) ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে খালাস দিতে পারেন।

২৪৮ ধারা- কোন মামলায় চূড়ান্ত আদেশ হওয়ার পূর্বে ফরিয়াদী যদি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ প্রত্যাহারের আবেদন দেয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন আবেদন যথার্থ তবে তিনি আবেদন গ্রহণ করবেন এবং আসামীকে খালাস দিবেন।

২৬৫(এইচ) ধারা- দায়রা আদালত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের পর যদি আসামীকে নির্দোষ বলে সাব্যস্ত করেন তবে কারণ লিপিবদ্ধ করে আসামীকে খালাস দিবেন।

২৬৫(কে) ধারা- দায়রা আদালত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের পর যদি আসামীকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেন তবে কারণ লিপিবদ্ধ করে আসামীকে খালাস দিবেন।

৩৪৫(৬) ধারা- আপোষযোগ্য কোন মামলায় বাদী ও বিবাদীর মধ্যে আপোষ-মীমাংসা হলে আদালত মামলাটি আপোষমূলে নিষ্পত্তি করবেন এবং আসামীকে খালাস দিবেন।

৪৯৪(বি)- পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আদালতের অনুমতি নিয়ে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করতে পারবেন এবং এরূপ প্রত্যাহার যদি চার্জ গঠনের পরে করা হয় তবে আসামী খালাস পাবে।

অতএব, এসব ধারা থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত আইনেও অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হলে বা এর যথাযথ কারণ দর্শালে মামলা থেকে মুক্তি বা অব্যাহতি পাওয়ার বিধান রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিচারক ইচ্ছা করলে তার রায় ঘোষণার পর রায় পুনঃবিবেচনা করতে পারেন। মহানবী স.ও মাঝে মাঝে তা করতেন। তিনি যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও এক আনসারীর মাঝে একটি নালা নিয়ে বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে তাই-ই করেছিলেন। মহানবী স. প্রথমে রায় দিয়েছিলেন যে, যুবাইর রা. তার বাগানে পানি সেচের পর তার বিবাদী প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিবেন। কিন্তু বিবাদী আদালত অবমাননা করে এবং নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলে বলে, যুবাইর রাসূল স.-এর আত্মীয় হওয়ার কারণে এমন ফায়সালা দিয়েছেন। তখন নবী স. বলেন, হে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি সেচন করবে এবং আইল বরাবর না হওয়া পর্যন্ত পানি আটকিয়ে রাখবে (Al-Bukhārī 2002, 568, 2359; Muslim 2006, 2558)।[৫]

---

[৫] عبد الله بن الزبير، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى شراج الحرة التى يسقون بها النخل فقال الأنصارى سرح الماء. يمر فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزبير « اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ». فغضب الأنصارى فقال يا رسول الله

উপসংহার

হুদহুদ পাখিকে না পেয়ে সুলাইমান আ. তার বিরুদ্ধে যে শাস্তি নির্ধারণ করেন তা বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই। যেমন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপরস্থ দায়িত্বশীলের বিনা অবগতিতে অনুপস্থিতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তও হতে পারে। আরো যে বিষয়টি আমরা শিখতে পারি তা হলো, অপরাধীর অনুপস্থিতিতেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তার বিচার কার্য সম্পন্ন করা যেতে পারে। এছাড়া বিচারকের রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টিও উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়। আবার এ আলোচনা থেকে আরো যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তাহলো বিচারের রায় কার্যকর হওয়ার পূর্বেই যদি বিবাদী তার ওপর উত্থাপিত অভিযোগের যথার্থ কারণ দর্শাতে পারে, তাহলে সে অব্যাহতি লাভ করবে এবং রায় তার ওপর কার্যকর করা যাবে না।

Bibliography

Al-Qurān

Abū Guddah, Hasan ʻAbd al-Ghanī. 1425H. *Hal Lil Qādī al-Hukm ʻAla al-Ghāyib?*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

Al-ʻAinī, Badr Uddin. ND. *Umdat al-Qārī*. Beirut: Dār Yahya al-Turāth al-ʻArābī.

Al-Ansārī, Zakariā. ND. *Asnā al-Matālib Sharh Rawd al-Tālib*. Beirut: Al-Maktabah al-Islāmiyyah.

Al-Asūitī, 1955. *Jawāhir al-Uqūd wa Muʻin al-Qudāt wa al-Shuhūd*. Cairo: Matbaʻah al-Sunnah al-Muhammadiyyah.

Al-Baihaqī, Ahmad Ibn al-Hussain. 1994. *Al-Sunan al-Kubrā*. Makka: Maktabah Dār al-Bāz.

Al-Bukhārī, Abū ʻAbdullah Muhammad Ibn Ismāʻīl. 2002. *Al-Jamīʻ Al-Sahīh (In 1 Vol)*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

أن كان ابن عمتك فتلون وجه نبى الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال « يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إنى لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا)

Al-Dasūqī, Burhān al-Dīn Ibrāhīm b. Abī al-Majd ʿAbd al-ʿAzīz. ND. *Hāshiah al-Dasūqī ʻAlā al-Sharh al-Kabīr*. Cairo: Matbaʻah ʻIsa al-Bābī al-Halbī.

Al-Jassās, Abū Bakr Ahmad Ibn ʻAlī. 1405H. *Ahkām al-Qurān*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-ʻArābī.

Al-Kāsānī, 1982. *Badāiʻ al-Sanāiʻ Fī Tartīb al-Sharāiʻ*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻArabiyyah.

Al-Mahallī, Jalāl al-Dīn. ND. *Kanz al-Rāghibīn Sharh Manhaj al-Tālibīn*. Cairo: ʻIsa al-Bābī al-Halbī.

Al-Nawawī, Yahyā Ibn Zakariā. ND. *Al-Minhāj Sharh Sahīh Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Qurtubī, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abū Bakr. 1405H. *Al-Jāmiʻ li Ahkām al-Qurān*. Cairo: Dār al-Shaʻb.

Al-Sharbīnī, Muhammad Ibn Ahmad al-Khatīb. 2000. *Mughnī al-Muhtāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.

Al-Tabarī, Ibn Jarīr Ibn Yazīd. ND. *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*. Beirut: Dār al-Sādir.

Al-Tabarī, Ibn Jarīr Ibn Yazīd. 2001. *Jāmiʻ al-Bayān ʻAn Ta'bīl Āi al-Qurān*. Dār Hajr.

Al-Tirmidī, Abū ʻIsa Muhammad Ibn ʻIsa. 1417H. *Al-Sunan (In 1 Vol.)*. Riyadh: Maktabat al-Maʻārif.

ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir. ND. *Al-Tashrīʻ al-Jināyī al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Kātib al-ʻArābī.

Benton, William. 1995. *The Encyclopedia Britannica*. Sydne: Wentworth Press.

Constitution of Bangladesh

Holy Bible. 2001. Translated by Bangladesh Bible Socity. Dhaka: BBS.

Ibn al-Athīr, Abū al-Hasan al-Shaibānī. *Al-Kāmil Fī al-Tārīkh*. Beirut: Dār al-Sādir.

Ibn Farhūn, Ibrāhīm Shamsuddīn Muhammad. 2003. *Tabsirat al-Hukkām Fī Usūl al-'Aqdiyyah wa manāhij al-Ahkām*. Beirut: Dār 'Ālim al-Kutub.

Ibn Hazm. ND. *Al-Muhallā*. Cairo: Matba'a al-Imām.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar. 1401H. *Tafsīr al-Qurān al-'Ajīm*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Manjūr, Muhammad Ibn Mukarram. 1405H. *Lisān al-'Arab*. Qum: Nashr al-Adab al-Hawza.

Ibn Muflih, 1980. *Al-Mubdī Fī Sharh al-Muqnī'*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī.

Ibn Qudāmah, Muaffaq Uddin. 1992. *Al-Mughnī*. Cairo: Dār Mustafa al-Bābī al-Halabī.

Ibn Rushd, al-Hafid. 1995. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*. Cairo: NP.

IFB, Islamic Foundation Bangladesh. 1999. *Islami Bishwakosh*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qushairī Al-Nishapūrī. 2006. *Al-Musnad al-Saḥīḥ (In 1 Vol)*. Riyadh: Dār Ṭayyiba.

The Code Of Criminal Procedure. 1898. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/ print_sections_all.php?id=75